আজকের কাগজ

তারিখ 27 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

24

প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন

অংশগ্রহণ করতে পারে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র প্রায় ২ কোটি ১২ লাখ। বাকি জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ থেকে যায় অশিক্ষার অন্ধকারে।

এতো গেল অশিক্ষার একটি দিক। শিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে ঘিরেও রয়েছে হতাশার চিত্র। ১৯৯১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ। যা ১৯৭৮ সালে ছিল ৪৮ ভাগ। এছাড়া প্রতিবছরই কাজ পাওয়ার আশায় শহরমুখী হচ্ছে প্রায় ২০ লাখ সক্ষম মানুষ। এদের মধ্যে মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কোনরকমে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও বাকিরা বেকার থেকে যাচ্ছে। শিক্ষিত জনশক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু রদবদল প্রয়োজন।

কারিগরি ও প্রকৌশল প্রযুক্তি শিক্ষার মাত্রা প্রসারিত করা প্রয়োজন। যা আমাদের দেশে নগণ্য। কারিগরি শিক্ষায় যদি ছাত্র অভিজ্ঞ হয় তাহলে চাকরির বাজারে যে প্রচণ্ড খরা চলছে তা থেকে কিছুটা হলেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। উন্নত বিশ্বে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়। কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা ছাত্রকে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে কিছুটা হলেও সাহায্য করে।

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯১-এর প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, দেশে প্রকৌশল প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ৭০টি। এদের মধ্যে কমার্শিয়াল কলেজ আছে ১৭টি, ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩,০০০। পলিটেকনিক কলেজ ১৮টি, ছাত্র-ছাত্রী ১২,০৮৮ জন। গ্রাফিক আর্টস ১টি। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী ১২৭। গ্লাস এন্ড সিরামিক প্রতিষ্ঠান ১টি। ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে এবং মনোটেকনিক টেক্সটাইল কলেজ আছে ৩৩টি। এর ছাত্র সংখ্যা ৬৬০। এই সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় অপ্রতুল।

সরকারি ও বেসরকারিভাবে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে ছাত্রদের নিশ্চিত বেকার জীবন-যাপনের হাত থেকে সামান্য হলেও নিষ্কৃতি দেয়া যেতে পারে।

❑ শাকিলা মতিন